মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত

সাহিত্য
পত্রিকা

পঁয়ত্রিশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৩৯৮

Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষা আন্দোলন: শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.9
Pages	196-206
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

গ্রন্থ—পরিচয়

ভাষা আন্দোলন: শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা।। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ।।মূল্য ; ৬৫ টাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সাম্প্রতিক প্রবন্ধগ্রন্থ 'ভাষা আন্দোলন: শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা' (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২) প্রকাশিত হয়েছে। দুটি অংশ বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ সংকলনের প্রথম ভাগে অন্তর্ভূত হয়েছে আটটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ: 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী: একুশের চেতনা', 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন', 'বাংলা প্রচলনে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশনের ভূমিকা', 'শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান', আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাংলা ভাষা', 'আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক প্রসঙ্গে', উন্নয়নশীল দেশে সকলের জন্য শিক্ষা ও ইউনেস্কোর ভূমিকা'। প্রবন্ধগুলি স্পষ্টতই তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা, ভাষা-অনুশীলন, মাতৃভাষা সম্পর্কিত তাঁর অন্তঃশীল আবেগ ও শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা প্রবর্তন-অভিলাষী অন্তরের ভাষ্য। দ্বিতীয় ভাগ সংযোজন অংশটিতে তিনি পত্রস্থ করেছেন 'বাংলা ভাষা কমিটি (১৯৮৩) রিপোর্ট'।

ভূমিকা হিসেবে 'প্রসঙ্গ কথা: চল্লিশ বৎসর পরে' পত্রস্থ হলে তা মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত এবং তা স্বতন্ত্রভা উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে

আমরা একটি স্বাধীন জাতিসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছি, স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়। কিন্তু আমদের এ আত্মানুসন্ধানের সূচনা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। স্বাধীন দেশে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল বেশি। একাত্তর-পরবর্তী কয়েক বছরে আমরা সে-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ করেছি। দেশের প্রথম সংবিধানে বাংলাকেই 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দু-দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও 'বাংলাদেশে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার' নিশ্চিত হয়নি। হালের বছরগুলিতে এ ক্ষেত্রে নতুন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের মতে, এ বিভ্রান্তি মূলত দু'ধরনের। প্রথমত, ভাষাশিক্ষা ও ভাষা-পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্বের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা। বাংলাভাষীমাত্রের এ ভাষাকে জীবনের ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব। কিন্তু সে-কর্তব্য পালনে তারা আন্তরিক না-হওয়ায় জন্ম হয়েছে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার। দেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে, 'ব্যাঙের ছাতার মত' গজিয়ে উঠেছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানের ভাষাশিক্ষার মান প্রত্যাশিত নয়। লেখকের কথায়--

> যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত ইংরেজি ভাষা শিক্ষকের স্বল্পতা সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ইংরেজি 'মাধ্যমে'র নামে যা ঘটতে পারে তার পরিণাম ভাষাহীনতা।(পৃ ৭)

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাও ভাষার শুদ্ধতা রক্ষায় যত্নশীল নন। লেখক তাই অধুনা প্রবর্তিত মাধ্যমিক পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন:

> টিক-চিহ্নের এই পরীক্ষা পদ্ধতি শুরু হবার আগেই নোট-বই ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ব্যর্থ হয়ে গেছে; অন্ততঃ দিক-চিহ্নহীন যে হয়েছে, তাতে কোন

> সন্দেহ নেই। অচিরে আমরা তথাকথিত পরীক্ষা—পাশ একটি ভাষাহীন জাতিতে পরিণত হতে চলেছি। (পৃ ৭)

হালফিলে আদালতে ইংরেজি প্রচলনের যে-আদেশ 'জারি' হয়েছে সেই অধ্যাদেশ এ ক্ষেত্রে আর এক ধাপ অগ্রগতি। লেখকের কথায়, 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক সংবিধানের বাক্যটিকে এভাবেই তাৎপর্যশূন্য করা হয়েছে।'

বাংলাদেশে একাধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগ নেই। এ প্রচেষ্টা আত্মঘাতী ও খণ্ডবোধেরই পরিচায়ক। লেখক তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অসংগতি তুলে ধরেছেন :

> বাংলাদেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, কিন্তু সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগ অনুপস্থিত। আমেরিকা, ইংল্যান্ডে কি কোন বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ইংরেজি বিভাগ নেই? আবার কি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে নতুন আন্দোলন শুরু হবে? (পৃ ৭-৮)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী: একুশের চেতনা'। একুশে ফেব্রুয়ারির অন্যতম শিক্ষা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। কিন্তু এদেশীয় সমাজ-সংগঠনে তা লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত নয়। বরং ভিন্ন অবস্থাই বিগত বছরগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। ব্যাপক মানুষের ভাষাকে শ্রদ্ধা না-করলে সেই চেতনারও সৃষ্টি হয় না। ফলে ' বাংলাদেশের অফিসে-আদালতে, শিক্ষার সর্বস্তরে অভ্যন্তরীণ সকল কাজে' বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত বিমুখতা প্রশ্রয় পেয়েছে। লেখকের মতে, যুগমানসের এই সীমাবদ্ধতায় একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন তাৎপর্যে ধরা দেয়, তা আমাদের

'চক্রান্তের মুখোশ' উন্মোচন করে, চক্রান্তকারীকে ব্যর্থ ও পরাভূত করার আহবান জানায়।

'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা গ্রহণ' শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার শত্রু ও মিত্রদের চিহ্নিত করা ছাড়াও জাতীয় স্বার্থে অকারণ কালক্ষয় না–করে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বাংলাকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, যারা সৃজনশীল ও দেশের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তাঁরা সর্বদাই বাংলা ব্যবহার করে চলেছেন। আর এর বিপরীতে যাদের অবস্থান অর্থাৎ, যারা অসৃষ্টিশীল তাদেরকেই তিনি বাংলা ভাষার শত্রু রূপে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী ইংরেজির প্রতি অধিক আত্মিক নৈকট্য পোষণ করেন। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি চর্চার ইতিহাস তাঁদের ব্যর্থতারই ইতিকথা। মধুসূদন–বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি ছেড়ে বাংলা অনুশীলন করেই খ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং তাই বাংলা ভাষার জন্যে আন্তর্জাতিক সম্মান ও স্বীকৃতি বয়ে এনেছে। বাঙালির ইংরেজি চর্চার খতিয়ান গ্রহণ করলেও আমাদের প্রাপ্তির অঙ্ক একেবারে শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে। ইংরেজি ভাষায় রচিত অভিসন্দর্ভের জন্যে বাঙালিরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এ সূত্রে তাঁদের আত্ম– উন্নতিও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাঁদের 'কোন মন্তব্য কোন বাক্য ইংরেজের লেখা ইংরেজী সাহিত্যের কি ইংরেজী সমালোচনার কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে কোন স্বীকৃতি লাভ করেনি।' (পৃ ১৪)

জনমত সংগঠনের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম বেতার–টেলিভিশন, সংবাদপত্র। বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রের অগ্রণী ভূমিকা ইতিহাসস্বীকৃত হলেও সেই ঐতিহ্যে এখন ভাটা পড়েছে। সংবাদপত্র হালে অনেকটাই হৃতগৌরব, ভুল

বানান ও অশুদ্ধ বাক্যচর্চার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সদিচ্ছার অভাব ও কিছু ক্ষেত্রে মেধার স্বল্পতাই এ জন্যে দায়ী। রেডিও টেলিভিশন—কর্মীদের মধ্যেও অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রকট। অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারা সম্ভবত আন্তরিক নন। অথচ শুদ্ধ ও প্রমিত বাংলা ভাষা প্রচলের দায় সবার মতো তাঁদেরও, গণমাধ্যম—কর্মী হিসেবে বরং তাঁদের তা বেশিই। তারাই পারেন জনচিত্তকে সহজে জারিত করতে, বাংলা প্রচলনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে।

'শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান' প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালে রচিত। প্রবন্ধে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ' বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন পর্যায়েই' বিদেশি ভাষাকে স্থান দেননি। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কেবল ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার যুক্তিও তিনি মানেননি। ইংরেজি তিনি শিখতে চান আবশ্যিক বিষয়রূপে নয়, 'ঐচ্ছিকভাবে, জ্ঞান—লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায়, বিশ্বের উন্নত ভাষার সমমূল্যে, আমাদের প্রয়োজনানুসারে, ভয়ে নয়, ভালবাসায়।' (পৃ ২৫) তাঁর বিবেচনায় কেবল মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিদেশি ভাষা শিক্ষা দেয়া উচিত, কিন্তু সে—ভাষা ইংরেজি হওয়ারও কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। পৃথিবীর উন্নত আধুনিক ভাষার যে—কোন একটি নির্বাচনেরই তিনি পক্ষপাতী। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, জাপানি ভাষা কিংবা চীনা হলেও তাঁর আপত্তি নেই। অর্থাৎ 'প্রথম বিদেশী ভাষা' পড়াবার ব্যবস্থা থাকতে হবে সহযোগী জ্ঞান লাভের প্রয়োজনে। (পৃ ২৫)। আর সেই প্রয়োজন যে ভাষায় সিদ্ধ হবে সেই বিদেশি ভাষা শিক্ষার তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

'আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে লেখক একটি অতি জরুরি বিষয়, পাঠ্যপুস্তক জনিত সমস্যার প্রতি আমাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায় যে, বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মতো প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক আমাদের নেই। লেখকের মতে, এ চিন্তা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকরা বাংলাতে পাঠদান করছেন। ছাত্রদেরও স্বাভাবিক আগ্রহ মাতৃভাষার দিকেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকই তাই সহজেই অনিবার্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করতে পারেন।

> কোর্স শিক্ষক একটা কোর্সে সারা বৎসরের যতগুলো বক্তৃতা দেবেন কোর্সের শুরুতে তার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে প্রতি বক্তৃতা যদি তিনি লিখিত আকারে উপস্থাপন করেন তবে কোর্স সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কোর্সের পাঠ্যপুস্তক রচনাও সমাপ্ত হবে। (পৃ ২৬)

ষষ্ঠ প্রবন্ধ ' আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক।' 'প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নানাভাবে মানব জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিভক্ত করে সুচারু জ্ঞানলাভের যে-প্রক্রিয়া শতাব্দীকাল মানব অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলে উদ্ভূত, তার প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষকমণ্ডলীর নির্দেশনা অপরিহার্য।' (পৃ ২৮)। তাই 'শিক্ষককে সর্বোত্তম মানে'র হতে হয়। শিক্ষাকে যাঁরা কেবলই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁদের কাছ থেকে সে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা একই সঙ্গে পেশা ও সাধনা। আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়কে লেখক সেই জীবনাদর্শে লগ্ন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এও জানেন যে, শর্তবন্দি ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ছাড়া কোনো শিক্ষকের পক্ষেই তাঁর মেধা ও সৃষ্টিশীলতার পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানো যায় না। আদর্শ ও মহৎ শিক্ষক সৃষ্টি সরকারেরই দায়িত্ব। সরকারই পারেন শিক্ষকদের পেশাগত উচ্চমান নিশ্চিত করতে।

'উন্নয়নশীল দেশে সকলের জন্যে শিক্ষা ও ইউনেস্কোর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথম অংশের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘরচনা। উন্নয়নকামী দেশসমূহে শিক্ষা বিস্তারে ইউনেস্কোর শিক্ষা-প্রকল্প বর্তমান। বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এ প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে ৪০ টি থানার ৪ হাজার ৪০টি স্কুল। ক্রমান্বয়ে আরও ৪শত ১৭টি থানা প্রকল্পের অধীনে আনা হবে। ইউনেস্কো কারিগরি সুযোগ-সরবরাহ ছাড়াও শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ দান করে থাকে। বাংলাদেশে শিক্ষার, বিশেষত গণশিক্ষার, প্রসারেও ইউনেস্কো মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণেরই পরামর্শ দিয়েছেন। প্রবন্ধকার যুক্তি, তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে সেই সিদ্ধান্তই করেছেন প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে 'বাংলা ভাষা কমিটি রিপোর্ট' (মে ১৯৮৩)। এদেশে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। অনেক রিপোর্টও জমা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে খুব কমই। উল্লেখযোগ্য, এ কমিটির তিনিই আহবায়ক। অন্য সদস্যরা হলেন: ডক্টর আবদুল্লা আল মুতী শরফুদ্দীন, ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, ডক্টর রফিকুল ইসলাম ও জনাব মমতাজ উদদীন আহমদ। কোন রিপোর্ট রচনা সহজ নয়, তা বেশ শ্রমসাধ্য। কিন্তু শ্রমস্বীকারে যে তিনি অকাতর তা আমরা সহজেই অনুধাবন করি। বাংলাদেশে সরকারি কাজে বাংলা প্রধান ও একমাত্রা ভাষা হিসেবে গৃহীত হওয়ার ঘোষণা থাকলেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এর কারণ প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের অনীহা ও তাঁদের অন্তঃসারশূন্য-চেতনা। বেদনার হলেও সত্যি যে, সরকারি কাজে বাংলা প্রচলনের আদেশ আসে ইংরেজিতে (পৃ ১০১)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট সাহসী। আমরা মনে করি, রিপোর্টের সুপারিশ গৃহীত ও অনুসৃত হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত অনেক অসঙ্গতিই দূর-করা সম্ভব হবে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ভাষা স্বচ্ছন্দ এবং অনিবার্য বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী। তাঁর বাক্যগঠন ক্রিয়াপদের সচেতন ব্যবহারে উজ্জ্বল। সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা তাই হয়ে ওঠে তাঁর গদ্যের লক্ষণীয় পরিচয়।

আমরা 'ভাষা আন্দোলন: শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা' গ্রন্থটির প্রতি ধীমান পাঠক এবং শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সবিশেষ অভিনিবেশ আকর্ষণ করছি।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী